

## ওকচেনুর চেলেবি-র কবিতা

### অরুপরতন ঘোষ



ওকচেনুর চেলেবি থাকেন ইস্তানবুলে। তিনি একাধারে কবি, অনুবাদক ও সম্পাদক। তাঁর ৭টি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে বেশ কয়েকটি তুরস্কের নানা সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। চেলেবি-র নির্বাচিত কবিতা অনূদিত হয়েছে, বুলগেরিয়ান, রোমানিয়ান, সার্বিয়ান, ইতালিয়ান, জার্মান এবং ইংরেজিতে। আন্তর্জালে পোয়েট্রি ইন্টারন্যাশনাল-এর তুরস্কের কবিতা বিভাগের সহ-সম্পাদক তিনি। এছাড়াও ম্যাসিডোনিয়ার আন্তর্জাতিক সাহিত্য পত্রিকা 'ব্লেসক'-এর সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম একজন ওকচেনুর চেলেবি। 'অফলাইন ইস্তানবুল' পত্রিকার সম্পাদনার কাজেও দীর্ঘদিন যুক্ত রয়েছেন ওকচেনুর। অনুবাদ করেছেন ক্যাটেরিনা ইওপুলোস, ওয়ালেস স্টিভেন্স, পল অস্টার, উরসুলা ল্য গুয়েন, অ্যান কারসন, ইগর ইসাকোভস্কির মতো স্বতন্ত্রধারার কবিদের নির্বাচিত কবিতা। তুরস্কের বেশ কয়েকজন কবির কবিতাও ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন তিনি। এছাড়াও চেলেবি তুরস্কে বহু কবিতা উৎসব, কবিতার অনুবাদের কর্মশালা আয়োজনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত।

### রুটির গান

অনেকগুলো গ্রীষ্ম কেটে গেল তোমাকে ছাড়া

শুধুই রুটির খোঁজে-

বাড়ি : রুটি, স্কুল : রুটি, মদ : রুটি

গনগনে রোদের নীচে শুধুই ঘুরেছি আমি

যদিও তা জুলাই এর তোমার মত কিংবা রুটির মত নয়...

যুবক আমি ভেবেছিলাম এ যৌবন

থেকে যাবে বরাবর...

সময়ের সাথে হয়, রুটি কামড়ে খাওয়ার মতই

চলে গেল সে!

আমাদের যন্ত্রণাগুলো আমরা চুবিয়ে নিয়েছিলাম পরস্পরের সসে... কিন্তু যন্ত্রনারা যে পাথরের মত

স্কুল শেষ হল, ভেঙে গেল বাড়ি -ভালবাসাও..

এখন জীবন খানিক পচে গেছে রুটির মতই !

আমাদের কি এমনই হওয়ার কথা ছিল?

অনেক উঁচু থেকে পড়ে যাওয়ার সময়

মনে হয় যেন উড়ে যাচ্ছি

আমাদের কি এমনই হওয়ার কথা ছিল?

তুমিই বলো আমাকে-

পাখিরা নিশ্চুপ যাক।

যেন নভেম্বরের বৃষ্টির ভুলে যাওয়া ছদ্মনামের

ভিতর ঢুকে গেছি আমি!

আমাদের কি এমনই হওয়ার কথা ছিল?

তুমিই বলো আমাকে-

বাকিরা নিশ্চুপ থাক।

যেন বা সুবাস এখনি ছেয়ে যাবে

তুমি ছিলে তেমনই সুন্দর, বাকবাকি-

এমনই কি হওয়ার কথা ছিল আমাদের?

তুমিই বলো আমাকে-

শব্দেই নিশ্চুপ থাক।

কে আর সেভাবে ছুঁয়ে ফেলতে পারবে হাওয়াকে-

কে আর বয়ে আনবে সেই বৃষ্টি?

ডাল থেকে ছিঁড়ে যাওয়া ভয়াত দুটি পাতা

যেন আঁকড়ে রেখেছে নিজেদের!

আমরাও কি তবে ক্রমশ

খসে পড়বো মাটিতে?

নিজেকেই জিঞ্জিৎস করি আমি-

এখন পাখিরা নিশ্চুপ থাক

আর শব্দহীন চারপাশ শুধু জড়িয়ে ধরুক আমাকে।

## শেষ গ্রীষ্ম

দুর্বিষহ বাতাস আর ঘন মেঘ ছেয়েছে আকাশে।

আমাদের চিৎকার কী তবে পাখিদের বোবা করে দিচ্ছে ক্রমশ?

নাকি তুমি আর আমি এই শেষ হেমন্ত কাটাচ্ছি একসাথে?

বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে অ্যান্ডুলেস।

আমাদের চোখের ভাষাই কি তবে বৃষ্টি নামাবে তড়িঘড়ি?

নাকি তুমি আর আমি এই শেষ শীত কাটাচ্ছি একসাথে?

একটা মৃত শামুকের খোল ঘুরছে মাটির উপর

তবে কি আত্মহত্যা বেরিয়ে আসছে আমাদের খোলস ছেড়ে?

নাকি তুমি আর আমি এই শেষ বসন্ত কাটাচ্ছি একসাথে?

যা কিছু আমরা হারিয়ে ফেলতে চাইনা

সে সবই ভরে ফেলেছি একটা বাক্সের ভিতর- মিউজিয়ামের টিকিট, মানচিত্র আর চিঠিগুলো।

এগুলো কি তবে আমাদেরই হস্তাক্ষর?

নাকি এই শেষ গ্রীষ্ম কাটাচ্ছি

তুমি আর আমি একসাথে?

## প্রেমিকাকে

তোমার আমার দেখা হবে বলেই যেন

সৃষ্টি হয়েছিল এ পৃথিবীর।

অথচ তোমার কাছে এই আমি

বেশ বোকা আর ভগ্ন এখন!

তুমি বলেছিলে, দ্যাখো ডাইরীর প্রথম পাতাটি যেন তাকিয়ে রয়েছে শুধুই বৃষ্টির দিকে-

আর আমি, প্রায় ঘুম ভুলে যাওয়া একটা মানুষ শুধুই সিজু আর ধ্বস্ত হয়েছি তাতে।

তোমার দীর্ঘ ওই গ্রীবা, যাকে চুম্বন করার জন্য

একটা গোটা রাত্তিরও যথেষ্ট নয়..

তবু আমি ক্লান্ত আর হলুদাভ হয়ে পড়ি হয়!

নিজেরই ছায়াকে টেনে নিয়ে যাই এখানে ওখানে-

এই নষ্ট, পরাস্ত আমি বুঝতেই পারিনা

ঠিক কতটা বোঝা বয়ে নিয়ে চলেছি এগিয়ে ।

আমরা ছিলাম না একে অন্যের মত

এখন শুধুই আলস্য ঘিরে ধরে আমায়

আর ক্রমশ বিরক্তিকর হয়ে উঠি আমি তোমার কাছে!

এখনও মনে পড়ে কীভাবে রেগে গেলে

টেবিল ছেড়ে চলে যেতে তুমি..

হতবাক তোমার প্রেমিক আমি পারিনি-

তোমার সঙ্গে যেতে।

পারিনি ভাষায় বোঝাতে কতটা সুন্দর ছিল

তোমার সঙ্গে কাটানো মুহূর্তেরা..

এখন তো শুধুই ঝগড়া করি আমরা, তাতে কি?

পঁচিশ বছর একসাথে কাটিয়েছি দু'জনে।

তুমি আমি দুজনেই ভুলে যেতে চাই